দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

25 ১

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

।। আবদুল মান্নান ।।

আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প এখনো শুরু করা হয়নি। অন্যদিকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ৬৪টি জেলায় ১৫ জন জেলা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। ৩৯টি জেলায় কোন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার নেই। প্রায় ৪০ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ হাজার শিক্ষকের পদ খালি। অনেক স্কুল ১ জন শিক্ষক দ্বারা চলছে— পড়াশুনা নেই। প্রাথমিক শিক্ষার বইসহ শিক্ষা উপকরণাদির সরবরাহজনিত বিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা আগের মতোই অবহেলিত। সরকারী হিসেব মতে, এখনো দেশের ৮ কোটি ১০ লাখ লোক নিরক্ষর বা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থায় আগামী ১০ বছরের মধ্যে তো দূরের কথা আগামী ২০ বছরের মধ্যেও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না বলে একটি সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। সূত্র জানায়, উন্নয়ন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ২০৫ খাতের মঞ্জুরির অভাবে দীর্ঘদিন যাবত ৮ হাজার শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন না বা বেতন ছাড়াই চাকরি করছেন। রেজিঃ ও অনুমোদন বন্ধ রাখার ফলে প্রায় ২ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উদ্যোক্তা শিক্ষকরা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে এই সকল স্কুলের শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীবর্দী উপজেলার বড়ইকুচীসহ

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

সবার জন্য শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই উপজেলার বেশ কয়েকটি এ রকম বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ৮-এর অধিক উপজেলা সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ জেলায় ১ জন করে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার থাকার কথা থাকলেও দেশের এই ধরনের ২৪টি বৃহৎ জেলায় কোন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নেই। জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের ১৫২টি পদ থাকলেও বর্তমানে মাত্র ৪০ জন অফিসার এইসব পদে কাজ করছেন। ফলে, কোথাকার কোন স্কুলে শিক্ষক নেই, ছাত্র নেই, বইপত্র পৌঁছেনি, কোন স্কুলের ছাদ বা চাল ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, অথবা কোন বিদ্যালয়ের ঘরে শিয়াল-কুকুর ঢুকছে এবং কোন ছেলেরা খোলা আকাশের নীচে রোদ-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করছে না— এইসব খোঁজ-খবর নেয়া প্রায় এককরম বন্ধ। এদিকে সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১০ কোটি ৮০ লাখ জনগোষ্ঠীর এই দেশে শিক্ষিতের হার মাত্র ২৪ দশমিক ৮২। ১০ বছর আগে এই হার ছিল ১৯ দশমিক ৭ ভাগ। অগ্রগতি মন্থর। ঢাকা জেলায় শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশী (৪৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ) এবং শেরপুর জেলায় শিক্ষিতের হার সবচেয়ে কম (১৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ)।

সূত্র উল্লেখ করে যে, অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ শিশু পড়াশুনার স্রোত থেকে ছিটকে পড়ে। প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযোগী শতকরা ৭৭ ভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়। দুই-এক ধাপ অগ্রসর হতে না হতেই এর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সূত্র অভিযোগ করে বলে, পদোন্নতি পেয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সহকারী পরিচালক হওয়ার কথা। বর্তমানে সহকারী পরিচালকের ৭টি পদ খালি। পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। সরকারের নিয়ম-নিষ্ঠা ও নীতি নির্ধারণের অভাবে কিছুসংখ্যক উপজেলা সিনিয়র শিক্ষা অফিসারকে নিজ বেতনে জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তাদের চাকরির জ্যেষ্ঠতা নিরূপণ করা হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষার এই হাল-হকিকতের কথা চিন্তা করে এইসব অনিয়ম দূরকরণে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ভেস্তে যাবে বলে অভিজ্ঞ মহল মতপ্রকাশ করেছেন।